দারসুল জিহাদ (শিট নং ২)

ইসলামে ছোট জিহাদ বলতে কোনকিছু আছে কি?

ইসলামে ছোট জিহাদ বলতে কোনকিছু নেই। কোন জাতি যখনই পরাজয়ের অতল গহ্বরে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়, পরাজয়ের তিলকচিহ্ন তাদের ললাটে চিরস্থায়ী অভিশাপরূপে স্থান করতে থাকে, ঠিক তখনই দুর্বলতা ও হীনমন্যতার তীমির আঁধার আচ্ছাদিত করে নেয়; স্বচ্ছ হৃদয় কুঠিরটি কে। গোটা জাতিসত্ত্বায় ছড়িয়ে পড়ে কাপুরুষতার নগ্ন ক্রিয়া। যবানে উচ্চারিত হতে থাকে এমন অসংগত, ভিত্তিহীন বক্তব্য; যা কেবল জাতিকে হাত-পা গুটিয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা ও স্বস্থান থেকে পশ্চাৎপদ চলতেই সাহায্য করে।

ইসলামের চির দুশমন ইহুদী-নাসারারা আনন্দচিত্তে হতবাক নেত্রে অবলকন করতে থাকে; সে জাতির করুণ দৃশ্য, যারা পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন, দিগ্বীজয়ী বীর, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেরাই নিজদের ধ্বংসফাঁদ তৈরি করে। নিজেরাই নিজেদের ধর্মবিরোধী বাণী তৈরি করে। তাকে আবার গ্রহণযোগ্যতার লক্ষ্যে ধর্মীয় কথা বলে বিক্রি করে।

এসকল সাজানো কিছু কথাই মুসলিমদের কে মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ আসন থেকে ছিন্ন করে নিক্ষিপ্ত করে অপমান, অপদস্ততা ও গোলামীর অতল গহ্বরে। সুযোগ করে দেয় স্বার্থান্বেষী, লোভী, আরামপিয়াসী, নির্বোধ, অলস মুসলিমদের জন্য। তারা আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে মন্ত্রতুল্য বাক্যগুলোকে। সেসকল বাক্যগুলোর মাঝে অন্যতম হল,

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، قالوا وما الجهاد الاكبر؟ قال "جهاد القلب".

‘আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি ধাবিত হয়েছি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; বড় জিহাদ কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, অন্তরের জিহাদ।’

এ **বাক্য** থেকে একথাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের দুশমন তথা কাফের-মুশরিকদের মোকাবেলা করে; আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা ছোট জিহাদ। জান-মাল উৎসর্গ করে, যুদ্ধের ময়দানে গর্দান কাটিয়ে, রক্ত প্রবাহিত করে জীবন বিসর্জন দেওয়া ছোট কাজ, ছোট জিহাদ, ছোট শহীদ। এই অসঙ্গত চিন্তা-চেতনা ও ভিত্তিহীন বক্তব্যই মুসলিমদেরকে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সাহসী কর্মপন্থা থেকে বিরত রেখেছে। তাই এ ব্যাপারে মুসলিমদের স্বচ্ছ ধারণা ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

বিভ্রান্তির উৎস ও তার সমাধান...

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، قالوا وما الجهاد الاكبر؟ قال "جهاد القلب".

‘আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহাদের প্রতি ধাবিত হয়েছি। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; বড় জিহাদ কোনটি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, অন্তরের জিহাদ।’

এই বাক্যটি দিয়েই মূলত তাদের সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তাই দেখা যাক, এই বাক্যটি হাদীসের অন্তর্ভূক্ত; নাকি মানুষের বানানো মন্ত্র। এই হাদীস নামক মন্ত্রটির ব্যাপারে বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনদের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হল :-

ইমাম যাইলা'য়ী রহ. এর অভিমত

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'হেদায়া'-র আরবী ভাষ্যকর, (نصب الراية) নসবুর রায়ার লেখক ইমাম যাইলা'য়ী রহ. তাখরীজু আহাদীসিল কাশশাফ কিতাবে বলেন,

قلت : غريب جدا، وذكره الثعلبي هكذا من غير سند.

আমি বলি হাদীসটি মুহাদ্দিসীনদের নিকট গরীব (অত্যান্ত দুর্বল)। (ইমাম যাইলা'য়ীর মতে গরীব মানে যয়ীফ) । ইমাম ছা'লাবীও এই হাদীসটি এভাবে কোন সনদ বর্ণনা করা ব্যতীত উল্লেখ করেছেন।[১]

ইমাম জালালুদ্দীস সুয়ূতী রহ. এর অভিমত

তিনি 'আদ্-দুরারুল মুনতাছিরা ফিল আহাদীসিল মুশতাহারা' কিতাবে বলেন,

حديث "رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، قالوا وما الجهاد الاكبر؟ قال جهاد القلب" قال الحافظ ابن حجر في تسديد القول, هو مشهور على الالسنة، وهو من كلام ابراهيم بن ابي عبلة.

আমরা ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করে বড় জিহদের প্রতি ধাবিত হয়েছি .... আল্লামা ইবনে হাজার রহ. 'তাসদীদুল কওল' কিতাবে বলেছেন, হাদীসটি মানুষের মুখে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এটি কোন হাদীস নয়; বরং ইবরাহীম ইবনে আবী আবালাহর নিজের কথা।[২]

ইমাম বাইহাকী রহ. এর অভিমত

ইমাম বাইহাকী রহ. 'আয-যুহদুল কাবীর' নামক কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, هذا اسناد ضعيف *এটি একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হাদীস।*[৩]

মোল্লা আলী কারী রহ. এর অভিমত

আল্লামা মোল্লা আলী কারী হানাফী রহ.; তার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মাওযু'আতে কুবরা'-র ১২৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বাক্য সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর বরাত দিয়ে বলেন,

"رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر"

উল্লিখিত বাক্যটি বর্তমানে মানষের মুখে মুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে, অথচ এটা কোন হাদীস নয়। এটা ইবরাহীম ইবনে আবালাহ নামক ব্যক্তির একটি উক্তি মাত্র।

---

[১]। তাখরীজ আহাদীছিল কাশশাফ ২/৩৯০, হাদীস নং ৮১৫।

[২]। আদ্দুরারুল মুনতাছিরা ১/১১।

[৩]। আয-যুহদল কাবীর ১/৩৮৮, হাদীস নং ৩৮৪।

তানযীমুল আশতাত এর বর্ণনা

মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যগ্রন্থ তানযীমুল আশতাত-র প্রথম খন্ডের ৬৯ নং পৃষ্ঠায় 'তা'লীকুস সাবীহ' ও 'তাফসীরে বাইযাভী'-র উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন; এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই।

আল্লামা ইবনে নুহহাস রহ. এর বর্ণনা

ইমামুল মাগাযী আল্লামা ইবনে নুহহাস রহ.; তার প্রসিদ্ধ জিহাদগ্রন্থ 'মাশারিউল আশওয়াক ইলা মাসারী'ইল উশ্শাক' কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেন, ইসলামের চির দুশমন কাফের-মুশরিকরা যখন দেখল যে, মুসলিমরা তাদের আত্মরক্ষার জন্য এবং আল্লাহর দীন আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদকে মূল হাতিয়ার হিসেবে অবলম্বন করেছে। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে জিহাদ প্রতিষ্ঠিত থাকবে; ততদিন ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমন কোথাও হাঁটুগেড়ে বসার সুযোগ পাবে না। কেননা, জিহাদের বরকতে ও আল্লাহর সাহায্যে মুসলিমরা মাত্র অর্ধশত বছরের কম সময়ে; অর্ধ দুনিয়া কে বিজয় করে নিয়েছে। তাই ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসলামের দুশমনরা কয়েক বছর গবেষণা করে; এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, জিহাদের মিশনকে ভেঙ্গে দিতে পারলে বা কোনভাবে তা কমজোর করতে পারলেই সফলতায় পৌঁছা যাবে। তারা এই অসাধ্য সাধনে মরিয়া হয়ে উঠল এবং সর্বশক্তি দিয়ে নিজেদের মিশনে সফলতা লাভ করতে চাইল। সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে; এক নতুন সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল। আর তা হল, মুসলিমদের মাঝে প্রবেশ করে জিহাদকে 'আসগার' বা ছোট এবং 'আকবার' বা বড়রূপে ভাগ করে দিল। নফসের সাথে জিহাদ কে বড় জিহাদ আর দুশমনের মোকাবেলায় যুদ্ধ করাকে ছোট জিহাদ হিসেবে সাব্যস্ত করল। ইসলামের দুশমনরা এ মিশনে পরিপূর্ণ সফলতা লাভের জন্য; এ বাক্যটি হাদীস বলে চালিয়ে দিল এবং এর নিসবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে করে দিল। কারণ তারা জানে, মুসলিমদের কাছে একটি বিষয় সহজে গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে নিসবত করাই সর্বাধিক সহজ পথ। তাই,

"رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر"

বাক্যটিকে হাদীস হিসেবে দাঁড় করাল। অথচ এ বাক্যটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে নিসবত করা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাছাড়া হাদীসের কোন কিতাবে বাক্যটি সরাসরি হাদীস হিসেবে উল্লেখ নেই। ইবরাহীম ইবনে আবালাহ রহ. এর দিকে এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যদিও তিনি একজন গ্রহণযোগ্য রাবী; তথাপি আল্লামা দারাকুতনী রহ. বলেন, ইবরাহীম ইবনে আবালা রহ. এর প্রতি নিসবত করারও কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ উল্লেখ নেই।

ভিত্তিহীন এ হাদীসের প্রভাব সাধারণ মুসলিমদের উপর এমনভাবে পড়েছে যে, তারা নফস ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা করাকে বড় জিহাদ হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে এবং কাফেরদের সাথে কৃত জিহাদকে ছোট বলে; তা পরিত্যাগ করার পার্শ অবলম্বন করেছে। যিকির-ফিকিরের সাথে তাসবীহ হাতে ইবাদতে এমন মশগুল হয়েছে যে, দুনিয়া কাফেরদের জন্য খালি করে দিয়েছে আর সমস্ত কুফরী শক্তি দুনিয়ার মসনদগুলো দখল করে নিয়েছে। মুসলিমরা আবদ্ধ হয়েছে গোলামীর জিঞ্জিরে আর তারা দাবী করছে যে, তারা বড় জিহাদ করছে।

শাহ আব্দুল আজিজ রহ. এর বর্ণনা

শাহ আব্দুল আজিজ রহ. কর্তৃক রচিত ফাতওয়ায়ে আজিজীর ১২০ নং পৃষ্ঠায় এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এ বাক্যটি সুফীদের কিতাবসমূহে ব্যাপকভাবে পাওয়া যায়। তাদের নিকটেই এই বাক্যটি হাদীসে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসগণও কোন কোন কিতাবে এ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। আমার এখন স্মরণ নেই যে, কোন কিতাবে আমি তা দেখেছি। যাহোক, যদি বাক্যটিকে তার

আসল অর্থে ধরা হয়; তবে তার উদ্দেশ্য এই হয় না যে, জিহাদে আকবারের অর্থ যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সাথে মোকাবেলাকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে বসে যাবে। বরং নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধে অধিক মোজাহাদা করবে; এটাই সুফীদের সুস্পষ্ট অভিমত।

আল্লামা ফজল মুহাম্মাদ সাহেব (মুহাদ্দিস বিননূরী টাউন, করাচি, দা. বা.) বলেন, শাহ সাহেব রহ. এর বক্তব্যে একথা সুস্পষ্ট যে, 'এ বাক্যটি সুফীদের হতে পারে', কোন হাদীস নয়।

খতীবে বাগদাদী রহ. এর অভিমত

খতীবে বাগদাদীসহ আরো কিছু ওলামায়ে কেরাম পূর্বোক্ত বাক্যের ন্যায় ভিন্নশব্দে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন; যার অর্থ হল, জাবের রাযি. বর্ণনা করেন; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে কেরামদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, সুসংবাদ তোমাদের জন্য! সুসংবাদ! তোমরা ছোটি জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছ। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, বড় জিহাদ কোনটি? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খাহেশাত ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মুজাহাদা করাই বড় জিহাদ। [৪]

এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুহাদ্দিসীনে কেরামদের যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী 'খলফ ইবনে মুহাম্মাদ খিয়াম'। যার সম্পর্কে আসমায়ে রিজালের বিশেষজ্ঞ ইমাম হাকেম রহ. বর্ণনা করেন যে, এ ব্যক্তি বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। অপর একজন আসমায়ে রিজালের বিজ্ঞ ইমাম আবু ইয়া'লা খলিলী রহ. বর্ণনা করেন, এ বর্ণকারী অত্যান্ত দুর্বল। মাঝে মাঝে তার নিজেরই সন্দেহ সৃষ্টি হত। কখনো কখনো এমনও হাদীস বর্ণনা করতেন; অন্য কারো নিকট যার কোন সন্ধান ছিল না। অপর বিজ্ঞ আলেম আল্লামা আবু যুর'আ রহ. এই বর্ণনাকারী থেকে সকলকে বিরত থাকার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন।

উল্লিখিত হাদীসের অপর একজন বর্ণনাকারী ইয়াহ ইবনে আ'লা। এর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, এ লোকটি বড় মিথ্যাবাদী। সে হাদীসকে মনগড়াভাবে বর্ণনা করত। ইমাম ইবনে আদী রহ. বলেন, এ ব্যক্তির সমস্ত হাদীস মনগড়া, জাল ও ভিত্তিহীন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অভিমত

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বর্ণনা করেন,

أما الحديث الذي يرويه بعضهم؛ انه قال في غزوة تبوك "رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر"، فلا أصل له ولم يروه احد من أهل المعرفة بأقوال النبي وافعاله، وجهاد الكفار من أعظم الأعمال؛ بل هو أفضل ما تطوع به الانسان.

কিছু সংখ্যক মানুষ বর্ণনা করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বর্ণনা করেন, 'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি।' এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই এবং যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ও কাজ অর্থাৎ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তারা কেউ এই হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। কুফ্ফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই বড় আমল; বরং মানুষ যত নফল ইবাদত করে, তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হচ্ছে জিহাদ। [৫]

---

[৪]। জামেউল আহাদীছ-সুয়ূতী ৩৬৯৬১।

[৫]। মাজমুউল ফাতাওয়া ১১/১৯৭।

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর অভিমত

حديث "رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر"، قالوا وما الجهاد الاكبر؟ قال جهاد القلب" قال الحافظ ابن حجر في تسديد القول : هو مشهور على الالسنة، وهو من كلام ابراهيم بن ابي عبلة.

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. 'তাসদীদুল কওস ফী মুখতাসারি মুসনাদিল ফিরদাউস' কিতাবে বলেন, এটা লোক মুখে প্রসিদ্ধ। এটা ইবরাহীম ইবনে আবী আবালার কথা। এটা হাদীস নয়। [৬]

মোটকথা উপরে উল্লিখিত হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই [৭] এবং এই জাল হাদীসগুলোর মাধ্যমে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এই কাজটি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের একটি বড় ষড়যন্ত্র। ইহুদী-খ্রিষ্টানরা লক্ষ্য করেছে যে, তারা আফগানিস্তানে, ইরাকে, ফিলিস্তিনে বোমা হামলা করে কিছু মুসলিমদেরকে হত্যা করে। কিন্তু এর দ্বারা ইসলামের কোন ক্ষতি হয় না। বরং এতে মুসলিম যুবকেরা শাহাদাতের তামান্নায় আরো উজ্জিবিত হয়। তাই এমন একটি কাজ করতে হবে; যাতে মুসলিম যুবকদের অন্তর থেকে জিহাদী চেতনাকে ভুলিয়ে দেওয়া যায়। এটাই একমাত্র স্থায়ী সামাধান।

বোমা মেরে কিছু মুসলিমকে হত্যা করা কোন স্থায়ী সমাধান নয়। কিন্তু এ কাজটি বড় কঠিন। কারণ জিহাদের কথা কোরআনে আছে, হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে জিহাদ করেছেন এবং সাহাবীরা জিহাদ করেছেন। এটাকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে যেটা সম্ভব তা হচ্ছে, পূর্বের আসমানী কিতাবে যেভাবে অর্থ পরিবর্তন করে অথবা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিকৃত করা হয়েছিল; সেভাবে কোরআন, হাদীসে বর্ণিত জিহাদ শব্দটির ভুল ব্যাখ্যা করে অথবা অর্থ পরিবর্তন করে দিয়েই কেবলমাত্র জিহাদকে ধ্বংস করা সম্ভব। আর এই কাজটি সরাসরি ইহুদী-খ্রিষ্টানরা করলে; কোন মুসলিম মেনে নিবে না। তাই তারা মুসলিম জাতির মধ্যে এমন একদল আলেম তৈরি করল, যারা ইহুদী খ্রিষ্টানদের অসম্ভব কাজটি সম্ভব করে দিয়েছে। যা র‍্যান্ড ইনষ্টিটিউটের বহুদিনের চেষ্টার ফসল।

প্রশ্ন : জিহাদে আকবার কিসের নাম ?

উত্তর : উপরোক্ত আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই ঐসব লোকের ভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে গেছে, যারা 'জিহাদ মাআ'ল কুফফার' ও 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ' এর গুরুত্বকে খাটো করার জন্য; জিহাদে আকবার 'বড় জিহাদ' ও জিহাদে আসগার 'ছোট জিহাদ' এর দর্শন ব্যবহার করেন। তাদের বক্তব্য হল, নফসের (প্রবৃত্তি) বিরুদ্ধে জিহাদই বড় জিহাদ এবং কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা হল ছোট জিহাদ।

এই ভুল ধারণাটির ভ্রান্তি প্রমাণের জন্য আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলার পরিবর্তে; আশরাফ আলী থানভী রহ. এর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেন,

---

৬। আদ্দুরারুল মুনতাছিরা ১/১১, আল-আহাদীছ লা-তাসিহহু ১/৫, কাশফুল খিফা ১/৪২৪।

৭। মিয়াতু হাদীছ মিনাল আহাদীছিল দয়িফা ১/৪।

'আজকাল সাধারণভাবে মানুষের ধারণা এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা; জিহাদে আসগার (ছোট জিহাদ) এবং নফসের মুজাহাদা তথা প্রবৃত্তির দমন ও আত্মশুদ্ধি; জিহাদে আকবার (বড় জিহাদ)। যেন তারা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা কে সকল ক্ষেত্রেই নিম্নমানের মনে করে।

এই ধারণাটি ঠিক নয়; বরং বাস্তব কথা হল, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা ইখলাস শূণ্য হলে, বাস্তবিক পক্ষেই তা নফসের মুজাহাদা থেকে নিম্নস্তরের কাজ। এ ধরণের যুদ্ধকেই জিহাদে আসগার এবং এর বিপরীতে নফসের মুজাহাদাকে জিহাদে আকবার বলা হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের সাথে যুদ্ধ যদি ইখলাসপূর্ণ হয়, তাহলে এই যুদ্ধকে জিহাদে আসগার বলা 'গাইরে মুহাক্কিক' বা অগভীর জ্ঞানের অধিকারী সূফীদের বাড়াবাড়ি। বরং এই যুদ্ধ অবশ্যই জিহাদে আকবার এবং তা নিভৃতে নফসের মুজাহাদায় নিমগ্ন হওয়া থেকে উত্তম। কেননা, যে যুদ্ধ ইখলাসপূর্ণ হবে, তাতে নফসের মুজাহাদাও বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং এতে উভয় জিহাদের ফজিলতই একত্রিত হচ্ছে। [৮]

---

[৮]। আল ইফজাতুল ইয়াওমিয়্যাহ ৪/৫/৮২, মালফুজ ১০৪১, কিতাবুল জিহাদ ৩৮ ।